মধ্য-লীলা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্ বশঃ সন্
যৎপ্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
নীলাদ্রিগমন জগন্নাথদরশন।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন ॥ ২
এইসব লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥ ৩
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্যবিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥ ৪
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি, তৈছে নাহি শক্তি ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যস্মৈ ইতি। গোপীনাথঃ তন্নামা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহঃ যস্মৈ মাধবেন্দ্রায় দাতুং দানং কর্ত্তুং ক্ষীরভাণ্ডং ক্ষীরপূর্ণভাণ্ডং চোরয়ন্ সন্ ক্ষীরচোরাভিধস্তন্নামা অভূৎ বভূব। শ্রীগোপালস্তন্নামা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহঃ যস্য প্রেম্ণা করণেন বশঃ বশীভূতঃ সন্ প্রাদুরাসীৎ প্রকটোঽভূৎ তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি অহং নমামীত্যর্থঃ ॥ শ্লোকমালা ॥ ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী। এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরীর চরিত্র এবং তৎপ্রসঙ্গে ক্ষীরচুরির ব্যপদেশে রেমুণার গোপীনাথের ভক্তবাৎসল্যের কথা বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্মৈ (যাঁহাকে) দাতুং (দেওয়ার নিমিত্ত) ক্ষীরভাণ্ডং (ক্ষীরপূর্ণ-ভাণ্ড) চোরয়ন্ (চুরি করিয়া) গোপীনাথঃ (গোপীনাথ-নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ) ক্ষীরচোরাভিধঃ (ক্ষীরচোরা বলিয়া অভিহিত) অভূৎ (হইয়াছিলেন), শ্রীগোপালঃ (শ্রীগোপাল) যৎপ্রেম্ণা (যাঁহার প্রেমে) বশঃ (বশীভূত) সন্ (হইয়া) প্রাদুরাসীৎ (প্রকটিত হইয়াছিলেন), তং (সেই) মাধবেন্দ্রং (মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে) নতঃ অস্মি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। যাঁহাকে দেওয়ার নিমিত্ত ক্ষীরপূর্ণ ভাণ্ড চুরি করিয়া রেমুণাস্থিত শ্রীগোপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ক্ষীরচোরানামে অভিহিত হইয়াছেন; যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগোপাল (তাঁহার সাক্ষাতে গোপবালক-রূপে) প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে আমি নমস্কার করি। ১

শ্রীগোপীনাথ শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরীর জন্য স্বীয় ভোগের নিমিত্ত উপস্থাপিত ক্ষীরভাণ্ডসমূহের মধ্য হইতে একভাণ্ড ক্ষীর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; তদবধি তাঁহার নাম হয় ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ (পরবর্ত্তী ১১৬-১৩৫ পয়ার দ্রষ্টব্য)। মাধবেন্দ্রপুরী যখন শ্রীবৃন্দাবনে, তখন একদিন শ্রীগোপাল—শ্রীকৃষ্ণ—একটী গোপ-বালকের বেশে দুধ লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন (পরবর্ত্তী ২২-৪০ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২-৩। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন—বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর মিলন, পুরীতে। **এই সব লীলা** ইত্যাদি—শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসকল লীলা বিবৃত করিয়াছেন। ২।৩।২১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥ ৬
তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহো না কৈল বর্ণন।
যথাকথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কথন ॥ ৭
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ নহুক আমার ॥ ৮

এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনকুতুহলে ॥ ৯
ভিক্ষা লাগি একদিন একগ্রামে গিয়া।
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ ১০
পথে বড়-বড় দানী, বিঘ্ন নাহি করে।
তা-সভারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দম্ভ করি—অহঙ্কার করিয়া। শ্রীবৃন্দাবনদাস হইতেও উত্তমরূপে বর্ণন করিব, এইরূপ অহঙ্কার করিয়া।

"এই সব লীলা প্রভুর" স্থলে "এসব লীলার ব্যাস"-এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

৬। শ্রীলবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে যে লীলার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আমি (কবিরাজ গোস্বামী) এস্থলে তাহা অতি সংক্ষেপে—সূত্রাকারে—উল্লেখ করিব; আর যে লীলা তিনি বর্ণনা করেন নাই, সূত্রমধ্যে উল্লেখ-মাত্র করিয়া গিয়াছেন, সেই লীলা সম্বন্ধে আমি যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা দিব।

৯। **চারিভক্ত**—২।৩।২০৬ পয়ারোক্ত শ্রীনিত্যানন্দাদি চারিজন ভক্ত। **কৃষ্ণকীর্ত্তন-কুতুহলে**—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আনন্দে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নামরূপাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে পথ চলিতেছিলেন।

১০। **ভিক্ষালাগি**—আহারের নিমিত্ত। **আপনে**—মহাপ্রভু নিজে। **অন্ন**—ভক্ষ্য দ্রব্য।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—নীলাচলের পথে উৎকলে প্রবেশ করিয়া এক দেবালয়ে সঙ্গীদিগকে বসাইয়া প্রভু নিজেই ভিক্ষায় বাহির হইলেন। প্রভু যে গৃহেই যায়েন, সেই গৃহ হইতেই উত্তম উত্তম দ্রব্য এবং তণ্ডুল প্রভুকে দেওয়া হয়। ফিরিয়া আসিলে সঙ্গিগণ "ভিক্ষাদ্রব্য দেখি সবে লাগিলা কহিতে। সবেই বলেন—প্রভু, পারিবা পোষিতে ॥ সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন। সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন ॥ (অন্ত্য ২য় অধ্যায়)।"

১১। **দানী**—যাহারা পথের কর গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দানী বলে। **বিঘ্ন**—বাধা। দানীরা সকল-পথিকের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়া থাকে; কেহ কর না দিলে তাহাকে যাইতে দেয় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাদিগকে কর দেন নাই, তথাপি তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে যাইতে দিয়াছে, কোনওরূপ বাধা দেয় নাই। **তা সভারে**—সেই দানীদিগকে। **রেমুণা**—বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী স্থানবিশেষ; এইস্থানে ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ আছেন।

যেস্থানে প্রভু নিজে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে প্রাতঃকালে রওনা হইয়া প্রভু কতদূর অগ্রসর হইয়াই এক দানঘাটীতে উপনীত হইলেন। দানী প্রভুকে এবং তাঁহার সঙ্গিগণকে আটক করিল, দান (পথকর) না দিলে যাইতে দিবে না; কিন্তু প্রভুর অপূর্ব্ব তেজ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তখন দানী "জিজ্ঞাসিল—'কতেক তোমার লোক হয়' ॥ প্রভু কহে—'জগতে আমার কেহো নয়। আমিহ কাহারো নহি, কহিল নিশ্চয় ॥ এক আমি, তুই নহি, সকল আমার'। কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥" তখন দানী বলিল—"গোঁসাই, তুমি যাও; ইঁহাদের দান পাইলে ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিব।" গোবিন্দ বলিয়া প্রভু চলিলেন; কিন্তু কতদুর যাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং নতমস্তকে কাঁদিতে লাগিলেন। দেখিয়া দানী বিস্মিত হইয়া প্রভুর সঙ্গীদের প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তোমরা, কার লোক, কহত ভাঙ্গিয়া ॥" তখন সাশ্রু-নয়নে তাঁহারা বলিলেন—"অই ঠাকুর সবার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম শুনিয়াছ যার ॥ সবেই উঁহার ভৃত্য আমরা সকল।" ইঁহাদের প্রেম দেখিয়া দানী মুগ্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন প্রভু দানীকে কৃপা করিয়া সঙ্গীদের লইয়া নীলাচলের দিকে অগ্রসর হইলেন (শ্রীচৈ, ভা, অন্ত্য, ২য় অধ্যায়)।

রেমুণাতে গোপীনাথ পরমমোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥ ১২
তাঁর পাদ-পদ্ম-নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥ ১৩
চূড়া পাইয়া প্রভু মনে আনন্দিত হঞা।
বহু নৃত্যগীত কৈলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৪
প্রভুর ত ভাব দেখি—প্রেম রূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥ ১৫
নানামতে প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাহাঁ প্রভু করিলা বঞ্চন ॥ ১৬
মহাপ্রসাদ-ক্ষীরলোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥ ১৭
'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তার নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান ॥ ১৮
পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি ॥ ১৯
পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন ॥ ২০
প্রেমে মত্ত—নাহি তাঁর দিবা-রাত্রি-জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে—নাহি স্থানাস্থান ॥২১
শৈলপরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি ॥ ২২
গোপাল বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া ॥২৩
পুরী! এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান।
মাগি কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান ? ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২। **পরমমোহন**—অতি সুন্দর। **গোপীনাথ**—ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ।

১৩। **পুষ্পচূড়া**—পুষ্পনির্ম্মিত চূড়া; ফুলের দ্বারা তৈয়ারী চূড়া। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুকে দেখিয়া শ্রীরাধা মনে করিয়াই কি শ্রীরাধার প্রাণবধুঁ শ্রীগোপীনাথ রহঃকৌতুকবশতঃ স্বীয় পুষ্পচূড়া তাঁহার মাথায় পরাইয়া দিলেন ?

১৫। মহাপ্রভুর অসাধারণ ভাবের আবেশ, তেজস্বিতা, রূপ, গুণ ও প্রেম দেখিয়া গোপীনাথের সেবকগণ বিস্মিত হইলেন।

১৬। **নানামতে প্রীতে**—প্রীতিপূর্ব্বক নানা প্রকারে প্রভুর সেবা করিলেন।

করিলা বঞ্চন—যাপন করিলেন; রহিলেন।

১৭। **মহাপ্রসাদ-ক্ষীরলোভে**—গোপীনাথের ভোগে প্রত্যহ ক্ষীর দেওয়া হয়; এই ক্ষীররূপ মহাপ্রসাদ পাওয়ার আশায় মহাপ্রভু সেইস্থানে রহিলেন। **কথা**—যেরূপে গোপীনাথ মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, সেই কথা।

১৮। **সেইত আখ্যান**—ঈশ্বরপুরীর নিকট যাহা শুনিয়াছেন, সেই কথা।

২২। **শৈল**—পর্ব্বত; এস্থলে গিরিগোবর্দ্ধন। **গোবিন্দকুণ্ড**—এই কুণ্ড গোবর্দ্ধনে অবস্থিত। **সন্ধ্যায়**—সন্ধ্যা সময়ে। অথবা সান্ধ্যকৃত্য করিতে।

২৩। **দুগ্ধভাণ্ড লইয়া**—মাধবেন্দ্রপুরী সম্ভবতঃ কেবল দুগ্ধ পান করিতেন, এজন্য তাঁহার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গোপ-বালক-বেশে দুগ্ধ লইয়া আসিয়াছিলেন। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—ইহাই গীতার বাক্য। **আগে**—মাধবেন্দ্রপুরীর সম্মুখে।

২৪। **মাগি কেন নাহি খাও**—যাচিয়া আনিয়া খাওনা কেন ? শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র অযাচক ছিলেন; কাহারও নিকটে কিছু চাহিতেন না; অযাচিত ভাবে দুগ্ধমাত্র পাইলে তাহাই খাইতেন; তিনি দুধ ব্যতীত অন্য কিছুই খাইতেন না বলিয়াই পরবর্ত্তী ৯০ পয়ার হইতে মনে হয়। **কিবা কর ধ্যান**—কি ধ্যান কর, কাহার ধ্যান করিতেছ। রসিকশেখর যেন কিছুই জানেন না—পুরীগোস্বামী কাঁহার ধ্যান করিতেছেন। গোপবালক

বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক-শোষ ॥ ২৫
পুরী কহে—কে তুমি, কাহাঁ তোমার বাস ? ।
কেমনে জানিলে—আমি করি উপবাস ? ॥ ২৬
বালক কহে—গোপ আমি, এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহো না রহে উপবাসী ॥ ২৭
কেহো মাগি খায় অন্ন, কেহো দুগ্ধাহার।
অযাচকজনে আমি দিয়ে ত আহার ॥ ২৮
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রী-সব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা ॥ ২৯
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আর বার আসি আমি এই ভাণ্ড লৈব ॥ ৩০
এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ ৩১
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে, সেই বালক পুন না আইল ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাজিয়া আসিয়াছেন কিনা, তাই বালক-স্বভাব-সুলভ কৌতুহল প্রকাশ করিতেছেন। শ্লেষার্থ—পুরী, তুমি যাঁহার ধ্যান করিতেছ, তিনিই তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত।

২৫। **ভোক্**—ক্ষুধা। **শোষ**—তৃষ্ণা, শুষ্কতা।

২৭। **আমার গ্রামেতে**—এই গ্রামে। **কেহ না রহে** ইত্যাদি—আমার এই গ্রামে কেহ উপবাসী থাকিতে পারে না।

২৮। **অযাচক** ইত্যাদি—যাহারা কাহারও নিকটে কিছু যাচ্ঞা করে না এবং করিবে না বলিয়া ব্রতধারণ করিয়াছে, আমি তাঁহাদের আহার যোগাই। বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে ভঙ্গীক্রমে নিজের একটু পরিচয় দিলেন, অবশ্য খুব প্রচ্ছন্নভাবে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিন্তু পরমভাগবত হইয়াও পুরীগোস্বামী তখনও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।

২৯। "কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস"—এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, বালক।

জল লৈতে ইত্যাদি—জল নেওয়ার জন্য আমার গ্রামের স্ত্রীলোকগণ এই গোবিন্দকুণ্ডে আসিয়াছিলেন ; তাঁহারা তোমাকে দেখিয়া গিয়াছেন এবং দুধ দিয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

বালকের বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল—"আমার অন্তর্য্যামিত্বের কথা না জানি পুরীর মনে স্ফুরিত হয়, তাহা হইলেই তো তাঁহার নিকটে আমি ধরা পড়িয়া যাইব। পুরীর মত মহাপ্রেমিক পরম-ভাগবতদিগের নিকটে আমার আত্মগোপন তো সম্ভব নয়।" এইরূপ সন্দেহমূলক চিন্তার পরেই—সম্ভবতঃ পুরীকে ভুলাইবার জন্য চতুর-চূড়ামণি বালক বলিলেন—"আমার গ্রামের স্ত্রীলোকগণ—গোপীগণ জল নেওয়ার জন্য এই গোবিন্দকুণ্ডে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তোমাকে দেখিয়াছেন, দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন—তুমি তখনও কিছু খাও নাই, তাই তাঁহারা তোমার জন্য দুধ দিয়া তোমাকে দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।" গোপীরা তাঁহাকে জানাইলেই যেন তিনি জানিতে পারেন, এবং তিনি গোপীদেরই আজ্ঞাবহ—ইহাও যেন ভঙ্গীতে জানান হইল। ভক্তবৎসল ভগবান্ সকল বিষয়েই ভক্তপরাধীন ; ভক্তের কোনও সেবা করিতে পারিলে, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলে তিনি যেন নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। তাই তাঁহার শ্রীমুখোক্তি—"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥"

৩০। পুরীর সাক্ষাতে অধিকক্ষণ থাকিলে পাছে বা তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল চিত্তে নিজের পরিচয়টী প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয়, বালক দুগ্ধদোহনের ছলে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভক্তের সঙ্গে কত লুকোচুরিই যে তিনি খেলিতে জানেন।

৩১। **না দেখিয়ে আর**—যেন হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাই পুরীগোস্বামীর বিস্ময় (চমৎকার)।

৩২-৩৩। **বাট**—পথ। পুরী-গোস্বামী বালকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথের দিকে চাহিয়া আছেন।

বসি নাম লয় পুরী, নিদ্রা নাহি হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল—বাহ্যবৃত্তি লয় ॥ ৩৩
স্বপ্ন দেখে—সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিয়া ॥ ৩৪
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে—আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই ॥ ৩৫
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত-উপরে লঞা রাখ ভালমতে ॥ ৩৬
এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল-জলে আমা করাহ স্নপন ॥ ৩৭
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ—।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ? ॥ ৩৮
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ৩৯
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি—ইহাঁ অধিকারী ॥ ৪০
শৈল-উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া ॥ ৪১
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল হৈল আইলা, আমা কাঢ় সাবধানে ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাম লয়—হরিনাম করেন। **তন্দ্রা**—অল্প নিদ্রা ; নিদ্রার ভাব। **বাহ্যবৃত্তিলয়**—ইন্দ্রিয়গণের বাহিরের ক্রিয়া লোপ পাইল ; অন্তর্ব্বৃত্তি সম্পূর্ণভাবেই জাগ্রত রহিল।

৩৪। **সেই বালক**—যে গোপ-বালক পুরীগোস্বামীকে দুগ্ধ দিয়া গিয়াছিলেন। **কুঞ্জ**—লতা ও পত্রাদি দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত স্থান। **হাতেতে ধরিয়া**—পুরীগোস্বামীর হাত ধরিয়া।

৩৫। **দাবাগ্নি**—বনের মধ্যে বৃক্ষসকলের সংঘর্ষণে যে আগুন জ্বলে, তাহাকে দাবাগ্নি বলে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শীতগ্রীষ্মবর্ষাদি হইতে, কি দাবাগ্নি হইতে কোনওরূপ কষ্ট পাওয়ারই সম্ভাবনা নাই। তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণাও নাই ; কারণ, তিনি আত্মারাম, পূর্ণতম ভগবান্। তবে, ভক্তের প্রতি কৃপা করিবার নিমিত্ত লীলাশক্তির ইঙ্গিতে ক্ষুধাতৃষ্ণাদির, বা শীত-গ্রীষ্মাদি হইতে কষ্টের আবেশ তাঁহাতে জন্মে ; এইরূপ আবেশ হয় বলিয়াই ভক্ত তাঁহার সেবার সুযোগ পায়েন, তাঁহারও লীলার অস্বাদন সম্ভব হয়। এই আবেশ তাঁহার লীলাশক্তিরই বৈচিত্রীবিশেষ।

৩৬। **কাঢ়**—বাহির কর। **পর্ব্বত-উপরে**—গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরে।

৪০। **বজ্র**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র। মৌষল-লীলায় যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল ; কিন্তু কতিপয় স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ সহ বজ্র অবশিষ্ট ছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়া স্থাপন করিলেন এবং বজ্রকে অভিষিক্ত করিলেন (শ্রীভা, ১০।৯০।৩৭ এবং ১১।৩১।২৫)। কথিত আছে, এই বজ্রই শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। **ইহাঁ অধিকারী**—এইস্থানে আমারই অধিকার।

৪১-৪২। **শৈল-উপর**—গোবর্দ্ধনের উপরে। গোপালদেব বলিলেন—"গোবর্দ্ধনের উপরে আমার মন্দির ছিল ; ম্লেচ্ছগণ যখন এদেশ আক্রমণ করে, তখন তাহাদের ভয়ে আমার সেবকগণ মন্দির হইতে আনিয়া আমাকে এই কুঞ্জের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে। তদবধিই আমি এই কুঞ্জে আছি। তুমি এখন আমাকে বাহির করিয়া লও।" **সাবধানে**—সতর্কতার সহিত, অঙ্গে যেন কোনওরূপ আঘাতাদি না লাগে।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর প্রেমের প্রভাব এবং স্বীয় ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তবশ্যতার মহিমা জগতে খ্যাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীগোপালদেবের এই সকল লীলা। নতুবা ম্লেচ্ছ হইতেই বা তাঁহার আবার ভয় কিসের ? ম্লেচ্ছভয়ে সেবক তাঁহাকে কুঞ্জে লুকাইয়া রাখিয়া গেলেও, সেই ভয়ের কারণ দূর হইয়া গেলে সেবকই বা তাঁহাকে পুনরায় কুঞ্জ হইতে লইয়া গেলেন না কেন ? ভগবানের সেবার জন্য প্রেমী ভক্তের যে রূপ উৎকণ্ঠা, প্রেমী-ভক্তের সেবা গ্রহণের জন্যও ভক্তবৎসল ভগবানের সেইরূপ বা ততোধিক উৎকণ্ঠা।

এত বলি সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল—॥ ৪৩
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥ ৪৪
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞা পালন লাগি হইলা সুস্থির॥ ৪৫
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সবলোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা॥ ৪৬
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছেন, চল তাঁরে বাহির যে করি॥ ৪৭
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ—নারি প্রবেশিতে।
কুঠার কোদালি লহ দুয়ার করিতে॥ ৪৮
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে॥ ৪৯
ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হইল আনন্দে বিস্মিত॥ ৫০
আবরণ দূর করি করিলা বিদিতে।
মহা ভারি ঠাকুর—কেহো নারে চালাইতে॥ ৫১
মহামহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত-উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া॥ ৫২
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল॥ ৫৩
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা॥ ৫৪
নব শতঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে, স্ত্রীগণে গায় গীত॥ ৫৫
কেহো গায় কেহো নাচে—মহোৎসব হৈল।
অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল॥ ৫৬
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল যত গ্রাম হইতে।
ভোগসামগ্রী আইল সন্দেশাদি কতে॥ ৫৭
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক॥ ৫৮
অঙ্গ-মলা দূর করি করাইল স্নপন।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥ ৫৯
পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শতঘট দিয়া॥ ৬০
পুন তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাপন॥ ৬১
শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫১। **আবরণ**—আচ্ছাদন; উপরিস্থিত মাটী ও তৃণ। **করিলা বিদিতে**—পুরী-গোস্বামীকে জানাইলেন। অথবা, তৃণ-মাটী সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া শ্রীগোপালদেবকে সকলের দৃষ্টির গোচরীভূত করিলেন।

৫৩। **পাথরের সিংহাসনে**—একখানা পাথরকে সিংহাসন করিয়া তাহার উপরে। **এক পাথর পৃষ্ঠে**—পৃষ্ঠের দিকেও বড় একখানা পাথর দিলেন, যেন শ্রীমূর্ত্তি পেছনের দিকে পড়িয়া না যাইতে পারেন। **অবলম্বন**—আশ্রয়।

৫৪। এক্ষণে শ্রীগোপালের অভিষেকের আয়োজন হইতেছে। **নবঘট**—নূতন কলস। **ছানিয়া**—ছাঁকিয়া।

৫৫। **নবশত ঘট**—একশত নূতন ঘট। **উপনীত**—উপস্থিত।

৫৯। **অঙ্গমলা**—অঙ্গের ময়লা; মাটী আদি। **স্নপন**—স্নান। **চিক্কণ**—চক্চকে।

৬০। **পঞ্চগব্য**—গোমূত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত। **পঞ্চামৃত**—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি।

৬১। **শঙ্খগন্ধোদকে**—শঙ্খমধ্যস্থিত গন্ধোদকে। **গন্ধোদক**—সুগন্ধি জল। শঙ্খের মধ্যে জল রাখিয়া তাহাতে চন্দন, কর্পূর, পুষ্প প্রভৃতি দিয়া সেই জলকে সুগন্ধি করা হইয়াছে।

“গন্ধোদক” স্থলে “গঙ্গোদক” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; গঙ্গোদক—গঙ্গাজল। কিন্তু এই পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; গোবর্দ্ধনে গঙ্গাজল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যত কিছু আইল ॥ ৬৩
সুবাসিত জল নব্যপাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুন তাম্বূল অর্পিল ॥ ৬৪
আরতি করিয়া কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈলা আত্মসর্পণ ॥ ৬৫
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূম-চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল—পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥ ৬৬
কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আইল, প্রাতে হৈতে চড়িল রন্ধন ॥ ৬৭
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জন-চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ ॥ ৬৮
বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহো বড়া বড়ী কড়ি করে বিপ্রগণ ॥ ৬৯
জন পাঁচ সাত রুটী করে রাশি রাশি।
অন্নব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি ॥ ৭০
নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥ ৭১
তার পাশে রুটিরাশি উপপর্ব্বত হৈল।
সূপ-ব্যঞ্জন ভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল ॥ ৭২
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মথনী সর পাশে ধরি আনি ॥ ৭৩
হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরীগোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥ ৭৪
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥ ৭৫
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে অন্ন পুন তৈছে হৈল ॥ ৭৬
ইহা অনুভব কৈল মাধব-গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি। ৭৭
এক দিনের উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল।
গোপাল প্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল ॥ ৭৮
আচমন দিঞা দিল বিড়ার সঞ্চয়।
আরতি করিল—লোকে করে জয় জয় ॥ ৭৯
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া ॥৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৩। **ধূপদীপ করি**—ধূপ ও দীপ দানের পরে ; অভিষেক-আরতির পরে।

৬৪। **নব্য পাত্রে**—নূতন পাত্রে সুবাসিত (কর্পূর বাসিত) জল দিলেন, শ্রীগোপালের পানের নিমিত্ত। **তাম্বূল**—পান।

৬৬-৬৭। **তণ্ডুল**—চাউল। **দালি**—ডাইল। **গোধূম-চূর্ণ**—ময়দা, আটা, সুজি প্রভৃতি। **মৃদ্ভাজন**—মাটীর পাত্র।

৬৮-৬৯। **সূপ**—ডাইল। **বন্য**—বনে যাহা জন্মে। **কড়ি**—ব্রজবাসীদের একরকম খাদ্য ; দধি ও বেসম সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয়।

৭২। **তার পাশে**—ভাতরাশির পাশে। **উপ-পর্ব্বত**—ছোট পাহাড়।

৭৩। **মাঠা**—ঘোল। **শিখরিণী**—দধি, দুগ্ধ, চিনি, মরিচ এবং কর্পূর এই পাঁচটী দ্রব্য মিশ্রিত করিলে শিখরিণী হয়। **মথনী**—মাখন। "মাখন" পাঠও দৃষ্ট হয়। সর—দুধের সর। "সর" স্থলে "সব" পাঠও দৃষ্ট হয়।

৭৪। **অন্নকূট**—রাশিকৃত অন্ন, অন্নের পাহাড়।

৭৫-৭৭। ভক্তবৎসল শ্রীগোপালদেব সমস্ত উপকরণই খাইয়া ফেলিলেন ; কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার হস্তস্পর্শে অন্ন-ব্যঞ্জনাদির সমস্ত পাত্রই আবার পূর্ব্ববৎ পূর্ণ হইয়া উঠিল ; অন্য কেহই ইহা অনুভব করিতে (বুঝিতে) পারেন নাই ; একমাত্র মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীই তাঁহার ভক্তিপ্রভাবে শ্রীগোপালের এই ভোজনলীলা প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহার এই অচিন্ত্যশক্তি অনুভব করিতে পারিয়াছেন। ভক্তের নিকটে ভগবানের গোপনীয় কিছুই থাকিতে পারে না। **লুকা কিছু নাই**—কিছুই গোপনীয় নাই।

তৃণটাটি দিয়া চারিদিগ আবরিল।
উপরেহ এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥ ৮১
পুরীগোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আবাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥ ৮২
সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-গণে আগে খাওয়াইল ॥ ৮৩
অন্য গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সভে প্রসাদ খাইল ॥ ৮৪
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥ ৮৫
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবামধ্যে সভা নিয়োজিল ॥ ৮৬
পুন দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছুভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান ॥ ৮৭
'গোপাল প্রকট হৈল' দেশে শব্দ হৈল।
আশ-পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥ ৮৮
একৈক দিন একৈক গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সভে হরষিত হঞা ॥ ৮৯
রাত্রিকালে ঠাকুরেরে করাইয়া শয়ন।
পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্যভোজন ॥ ৯০
প্রাতঃকালে পুন তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥ ৯১
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ—গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিঞা ধরিল ॥ ৯২
পূর্ব্বদিন-প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৭৯। **বিড়ার সঞ্চয়**—পানের খিলি সকল।

৮১। **তৃণ**—ঘাস, পাতা। **টাটি**—ঝাঁপ, বেড়া। **তৃণটাটি**—তৃণনির্ম্মিত বেড়া।

৮৫। **পূর্ব্ব অন্নকূট**—শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-সময়ে গোবর্দ্ধন-পূজা উপলক্ষে যে অন্নকূট হইয়াছিল, এখনও যেন তাহাই হইল।

শারদীয়া পূজার পরবর্ত্তী অমাবস্যার পরের প্রতিপদ-তিথিতে অন্নকূট পর্ব্ব হয়। এই তিথিতে পূর্ব্বকালে ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রপূজা করিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হইয়া ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া তৎস্থলে গোবর্দ্ধন-পূজার ও গোপূজার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এইরূপঃ—"গো-সকলই ব্রজবাসীদের ধনসম্পত্তি; সুতরাং গোপূজা আবশ্যক। আর গোবর্দ্ধনপর্ব্বত তৃণাদি দ্বারা গোসকলের আহার্য্যাদি যোগায়; সুতরাং গোবর্দ্ধনই ব্রজবাসীদিগের মহোপকারক; তাই গোবর্দ্ধনের পূজা করাই সঙ্গত।" তাঁহার যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া ব্রজবাসিগণ উক্ত তিথিতে ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনের পূজা করেন এবং এই পূজার উপকরণরূপে অন্নাদির পর্ব্বত-প্রমাণ স্তূপ (অন্নের কূট) সজ্জিত করিয়াছিলেন; তাই এই উৎসবকে অন্নকূট-উৎসব বলা হয়।

৮৬। ব্রজবাসী ব্রাহ্মণদের মধ্যে সকলকেই তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া বৈষ্ণব করিলেন এবং তাঁহাদের সকলকেই শ্রীগোপালদেবের সেবায় নিয়োজিত করিলেন।

সেই সেই সেবামধ্যে—কাহাকেও রন্ধনে, কাহাকেও পূজার দ্রব্য সংগ্রহে, ইত্যাদি সেবার মধ্যে যাঁহাকে যে সেবার উপযুক্ত মনে করিলেন, তাঁহাকে সেই সেবায় নিয়োজিত করিলেন।

৮৯। এক একদিন এক এক গ্রামের লোক অন্নকূট-মহোৎসব করিবার জন্য অনুমতি মাগিয়া লইলেন।

৯০। **গব্য-ভোজন**—গো-দুগ্ধ-পান এবং দুগ্ধজাতদ্রব্য ভোজন; যে সব জিনিস ভোগ লাগিয়াছিল, তাহার মধ্যে পুরী-গোস্বামী কেবল দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাতদ্রব্যই গ্রহণ করিলেন, আর কিছু গ্রহণ করিলেন না; ইহাতে মনে হয়, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাতদ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছু তিনি আহার করিতেন না।

৯১। **অন্ন**—চাউল, ময়দা, প্রভৃতি।

ব্রজবাসিলোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসিপ্রতি ॥ ৯৪
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপাল-দর্শনে খণ্ডে সভার দুঃখ-শোক ॥ ৯৫
আশপাশ ব্রজভূমের যত গ্রাম সব।
একৈক দিন সভে করে মহোৎসব ॥ ৯৬
'গোপাল প্রকট' শুনি নানাদেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে ॥ ৯৭
মথুরার লোক সব—বড়বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ধরে আনি ॥ ৯৮
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার।
অসঙ্খ্য আইসে নিত্য—বাঢ়িল ভাণ্ডার ॥ ৯৯
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহো পাকভাণ্ডার কৈল কেহো ত প্রাচীর ॥১০০
একৈক ব্রজবাসী একৈক গাবী দিল।
সহস্রসহস্র গাবী গোপালের হৈল ॥ ১০১
গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরীগোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥ ১০২
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হয়, পুরীর আনন্দ বাঢ়িল ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৯৪। সকল লোকে শ্রীগোপালকে এত দ্রব্যাদি দেয় কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন। **ব্রজবাসী ইত্যাদি**—শ্রীগোপালের প্রতি ব্রজবাসীদিগের স্বাভাবিকী প্রীতি আছে; এজন্য তাঁহারা তাঁহাকে নানাদ্রব্য দেন। আর ব্রজবাসীদিগের প্রতিও শ্রীগোপালের স্বাভাবিকী প্রীতি আছে; তাই তাঁহাদের দ্রব্য গ্রহণের জন্যও তাঁহার অত্যন্ত লালসা। এ জন্য তাঁহারা যাহা দেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন।

সহজ প্রীতি—স্বাভাবিকী প্রীতি; শরীরের স্বভাবে যেমন ক্ষুধা-পিপাসাদি হয়, তদ্রূপ ব্রজবাসীদিগের শরীর ও মনের স্বভাবেই শ্রীগোপালের প্রতি প্রীতি আছে।

১০০। **পাকভাণ্ডার**—পাক এবং ভাণ্ডার। **পাক**—পাকঘর। **ভাণ্ডার**—ভাণ্ডার ঘর। **প্রাচীর**—অঙ্গনের বা বাড়ীর চারিদিকের দেওয়াল।

১০২। **বৈরাগী ব্রাহ্মণ**—বিষয়-বৈরাগ্যবান্ (অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্ত) ব্রাহ্মণ; সন্ন্যাসী নহেন—কারণ, দীক্ষার পরেই সন্ন্যাস গ্রহণ; তাঁহাদের তখনও দীক্ষা হয় নাই। **গৌড়**—বাঙ্গালা দেশ।

১০৩। **শিষ্য করি**—শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া। **সেবা সমর্পিল**—সেবার সুচারু নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহাদের হস্তে শ্রীগোপালের সেবার ভার দিলেন। **রাজসেবা**—রাজোচিত উপকরণে সেবা।

ভক্তিরত্নাকর, পঞ্চমতরঙ্গ, হইতে জানা যায়, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর যে দুই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-শিষ্যের উপর শ্রীগোপালদেবের সেবার ভার অর্পিত হইয়াছিল—"সেই দুই বিপ্রের অদর্শনে। কথোদিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে॥ শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি। শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে কৈল সেবা অধিকারী॥ পিতা শ্রীবল্লভ-ভট্ট, তাঁর অদর্শনে। কথোদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে॥ পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায়। সদা সাবধান এবে গোপাল-সেবায়॥ ভক্তিরত্নাকর। ২১৩-১৪ পৃঃ॥" শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের পিতা বল্লভ-ভট্টও মহাপ্রভুতে অত্যন্ত প্রীতিমান্ ছিলেন; বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রভু যখন প্রয়াগে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপগোস্বামী যখন সেখানে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন বল্লভ-ভট্ট প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী আড়ৈলগ্রামে স্বগৃহে নিয়া গিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে প্রভুর ভিক্ষা করাইয়াছিলেন (মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ)। ইহার কয়েক বৎসর পরে বল্লভ-ভট্ট শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা লিখিয়া তাহা প্রভুকে দেখাইবার নিমিত্ত নীলাচলে যান। সেস্থানে তিনি শ্রীলগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীর নিকটে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন; পূর্ব্বে তাঁর উপাসনা ছিল বালগোপালের (অন্ত্যলীলা ৭ম পরিচ্ছেদ)। ইহার পরে তিনি সপরিবারে মথুরামণ্ডলে গিয়া বাস করেন। শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গের সহিতও তাঁহার খুব সম্প্রীতি ছিল। শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর "শ্রীলগোপাল-

এইমত বৎসর-দুই করেন সেবন।
একদিন পুরীগোসাঞি দেখিল স্বপন—॥ ১০৪

গোপাল কহে—পুরী! আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ-চন্দন লেপ,—তবে সে জুড়ায় ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

দেবাষ্টকে" লিখিত আছে—"অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বং স্তদমলহৃদয়োত্থাং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্। প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্যভক্ত্যা স্ফুরতি হৃদি স এব শ্রীলগোপালদেবঃ॥—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর অতি প্রবৃদ্ধ অনুরাগ বিস্তার করতঃ তাঁহারই বিশুদ্ধ হৃদয়োত্থ-ভাবময়ী প্রেমসেবার আদর্শ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, সুপ্রকটিত নিজের সেই শক্তির সহিত এবং বল্লভাচার্য্যের (বল্লভ-ভট্টের) ভক্তির সহিত সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন।" ইহাতে মনে হয়, শ্রীপাদ বল্লভ-ভট্টও গোপালদেবের সেবার বিশেষ আনুকূল্য করিতেন। যাহা হউক, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার পুত্র বিট্‌ঠলেশ্বর মথুরায় নির্জ্জনে বাস করিতে থাকেন। তিনি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহের" সেবা করিতেন; রাঘব-পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীনিবাস-আচার্য্য ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা উপলক্ষ্যে গোপাল-দর্শনের জন্য যখন গাঁঠুলি-গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন সেস্থানে—"বিট্‌ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ। তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥ ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ॥" যাহা হউক, গোপালের সেবক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদ্বয়ের দেহরক্ষার পরে অস্থায়ীভাবে "কোনও ভাগ্যবন্তজনে" গোপালের সেবা করিয়াছিলেন। তাহার পরে, শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী সম্ভবতঃ শ্রীজীব-গোস্বামি প্রমুখ তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের সহিত পরামর্শ করিয়াই শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের উপরে শ্রীগোপালদেবের সেবার ভার অর্পণ করেন। শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরও যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত গোপালদেবের সেবা করিয়াছিলেন, দাসগোস্বামীর "গোপালরাজ-স্তোত্র" হইতে তাহা জানা যায়। দাসগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বিবিধ-ভজনপুষ্পৈ রিষ্টনামানি গৃহ্ণন্ পুলকিততনুরিহ শ্রীবিট্‌ঠলস্যোরুসখ্যৈঃ। প্রণয়মণিসরং স্বং হন্ত তস্মৈ দদানঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥—যিনি শ্রীবিট্‌ঠলের সখ্যপ্রধান বিবিধ ভজনরূপ পুষ্পদ্বারা পুলকিতাঙ্গ হইয়া ইষ্টনাম-গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরকে প্রণয়রূপ মণিমালা অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করুন।" এই সমস্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, উল্লিখিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদ্বয়ের দেহত্যাগের পরে অপর কোনও বাঙ্গালীই শ্রীগোপালের সেবায় নিয়োজিত হন নাই। গৌরলীলারস-রসিক শ্রীল বিট্‌ঠলেশ্বরকে সেবার যোগ্য পাত্র মনে করিয়া বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহার উপরেই গোপালদেবের সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বল্লভ-ভট্ট এবং বিট্‌ঠলেশ্বর গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বল্লভ-ভট্টের অপর নাম বল্লভাচার্য্য। যদুনাথ দাস তাঁহার "শাখানির্ণয়ামৃতে" বল্লভাচার্য্যকে গদাধর-শাখা-ভুক্ত (গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর "বৈষ্ণব-বন্দনায়ও" বল্লভাচার্য্যের বন্দনা দৃষ্ট হয়। কবিকর্ণপূরও গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে বল্লভাচার্য্যকে গৌরপরিকর এবং পূর্ব্বলীলায় শুকদেব ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর বিট্‌ঠলেশ্বর যে শ্রীগৌরের বিগ্রহ-সেবা করিতেন, গৌরলীলায় বিহ্বল হইয়া থাকিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহা হউক, পরবর্ত্তী কালে, সম্ভবতঃ বিট্‌ঠলেশ্বরের পরে, বল্লভাচার্য্য ও বিট্‌ঠলেশ্বরের শিষ্য-প্রশিষ্যাদি বোধ হয় পৃথক্ একটা সম্প্রদায় গঠন করিয়া বল্লভাচার্য্যকে তাহার প্রবর্ত্তকরূপে প্রচার করেন। এই সম্প্রদায়ই বর্ত্তমানে বল্লভাচারী সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

১০৫। **তাপ**—শরীরের উত্তাপ; গ্রীষ্মানুভব। **মলয়জ চন্দন**—মলয় পর্ব্বতে যে চন্দন জন্মে; এই চন্দন অতি উৎকৃষ্ট। **লেপ**—আমার অঙ্গে লেপিয়া দাও। **জুড়ায়**—আমার শরীর শীতল হয়।

পরবর্ত্তী ১৮৫ পয়ারে বলা হইয়াছে—"এই তার গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে। গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে"॥ শ্রীগোপালের প্রতি শ্রীপাদমাধবেন্দ্রের প্রেম যে কত গাঢ়,—শ্রীগোপালের প্রীতির নিমিত্ত তিনি যে অম্লানবদনে এবং সন্তুষ্টচিত্তে কত কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন—শ্রীগোপালের প্রীতিসম্পাদনের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি যে কত আনন্দ পান এবং এইরূপে তাঁহার সেবা করিতে পাইলে তিনি নিজের যে কত বড়

মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে—তুমি চলহ ত্বরিতে॥ ১০৬
স্বপ্ন দেখি পুরীগোসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্ব্বদেশ॥ ১০৭
সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিল গমন॥ ১০৮
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে॥ ১০৯
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।
চলিল দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া॥ ১১০
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ-দরশন।
তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন॥ ১১১
নৃত্যগীত করি জগমোহনে বসিলা।
কাহাঁ কাহাঁ ভোগ লাগে?—ব্রাহ্মণে পুছিলা॥১১২
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তমভোগ লাগে এথা—বুঝি অনুমানে॥১১৩
যৈছে ইহা ভোগ লাগে—সকলি পুছিব।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাব॥ ১১৪
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগবিবরণে—॥১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন—ভক্তমাহাত্ম্যখ্যাপনের উদ্দেশ্যে জগতের লোককে তাহা দেখাইবার নিমিত্তই শ্রীগোপালদেব তাঁহার নিকটে চন্দন চাহিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীগোপালদেবের "কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীঅঙ্গে" কোনও তাপই থাকিতে পারে না। তাঁহার ভক্তকে কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাকে ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই স্বীয় বৈচিত্রীবিশেষ দ্বারা গোপালের শ্রীঅঙ্গে তাপের অনুভব প্রকটিত করিয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৭। **প্রেমাবেশ**—প্রেমাবিষ্ট। **পূর্ব্বদেশ**—নীলাচলে; গোবর্দ্ধন হইতে নীলাচল প্রায় পূর্ব্বদিকেই অবস্থিত।

১০৮। **সেবার নির্ব্বন্ধ লোক**—শ্রীগোপালের সেবানির্ব্বাহের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিলেন। **আজ্ঞা মাগি**—যাত্রাসময়ে শ্রীগোপালের আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া। **গৌড়দেশ**—বাঙ্গালাদেশে। বাঙ্গালা দেশ হইয়া তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন।

১১০। পুরীগোস্বামীর প্রেমাবেশ দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নিকটে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ অন্য কিছুর অপেক্ষা না করিয়া একমাত্র যোগ্যতা দেখিয়াই মন্ত্রগ্রহণ করা উচিত, শাস্ত্রের বিধিও তাহাই।

দক্ষিণে—নীলাচলে; নীলাচল বাঙ্গালাদেশ হইতে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

১১২। **জগমোহনে**—শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ স্থানে; ইহা শ্রীমন্দিরেরই অংশ। **কাহাঁ কাহাঁ**—কি কি দ্রব্য। **ব্রাহ্মণে**—শ্রীগোপীনাথের সেবক ব্রাহ্মণকে।

১১৩-১৫। শ্রীগোপীনাথের ভোগে কি কি দ্রব্য দেওয়া হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করার কারণ এই কয় পয়ারে বলা হইয়াছে। সেবার পরিপাটী দেখিয়া পুরীগোস্বামী অনুমান করিয়াছিলেন যে, উত্তম উত্তম জিনিসই গোপীনাথের ভোগে দেওয়া হয়; কি কি দ্রব্য দেওয়া হয়, কিরূপে তাহা প্রস্তুত হয়, তাহা জানিতে পারিলে তিনিও গোবর্দ্ধনে ফিরিয়া গেলে ঠিক সেই ভাবে সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীগোপালের ভোগে দিতে পারিবেন। তাই তিনি সেবক ব্রাহ্মণের নিকট উক্তরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

সৌষ্ঠব—পরিপাটী। **এথা**—এই স্থানে। **তৈছে ভিয়ানে**—সেইরূপ পাকপ্রণালীতে; সেইরূপে পাক করিয়া।

সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃতসমান ॥ ১১৬
'গোপীনাথের ক্ষীর' করি প্রসিদ্ধি যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর ॥ ১১৭
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরীগোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥ ১১৮
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি, তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ ১১৯
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণু স্মরণ কৈল।
হেন কালে ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥ ১২০
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহিরে আইলা, কিছু না কহিলা আর ॥ ১২১
অযাচিতবৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস ॥ ১২২
প্রেমামৃতে তৃপ্ত—ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৬। **সন্ধ্যায়**—সন্ধ্যা সময়ে বা সন্ধ্যার পরে। কোনও কোনও গ্রন্থে "সন্ধ্যায় ভোগ" স্থলে "শয্যা ভোগ" পাঠও দৃষ্ট হয়। শয্যা ভোগ—শয়নের পূর্ব্বের ভোগ। **দ্বাদশ মৃৎপাত্র**—বারটী মাটীর পাত্র ভরিয়া (পূর্ণ করিয়া) ক্ষীর দেওয়া হয়। **অমৃত সমান**—সেই ক্ষীরের স্বাদ অমৃতের স্বাদের তুল্য ; তাই বোধ হয় তাহার নাম অমৃতকেলি।

১১৮। **হেনকালে**—সেবক-ব্রাহ্মণের মুখে যে সময়ে ক্ষীর ভোগের বিবরণ শুনিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে। **সেই ভোগ**—সেই ক্ষীরভোগ। **শুনি**—ক্ষীরভোগ লাগিয়াছে শুনিয়া।

১২০। পুরী-গোস্বামী কাহারও নিকট কিছু চাহিয়া আহার করিতেন না ; এখন ক্ষীরপ্রসাদ পাওয়ার বাসনা মনে উদিত হওয়ায় তিনি মনে করিলেন যেন, তাঁহার অযাচক-বৃত্তির হানি হইল ; তাই তাঁর অপরাধ হইল মনে করিয়া সেই অপরাধ ক্ষমার জন্য বিষ্ণু-স্মরণ করিলেন।

যাচ্ঞা তিন রকমের হইতে পারে—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। প্রথমে মনেই যাচ্ঞার কামনা জন্মে ; ইহাই মানসিকী যাচ্ঞা। ইহা যখন কথাদ্বারা—কিছু ভিক্ষা দাও মা—ইত্যাদি বাক্যে বাহিরে প্রকাশ পায়, তখনই তাহা হয় বাচনিকী যাচ্ঞা। আর ভিক্ষার জন্য হাতপাতা বা কাহারও নিকট যাওয়া হইল কায়িকী যাচ্ঞা। এই তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার যাচ্ঞা হইতে বিরত থাকাই বাস্তবিক অযাচকবৃত্তি। পুরী-গোস্বামী ছিলেন এইরূপই অযাচক। এক্ষণে ক্ষীর পাওয়ার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি মনে করিলেন—"আমার মনে হয়তো যাচ্ঞার বাসনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; গোপালের সেবাবাসনার ছদ্ম-আবরণে তাহাই হয় তো, সাধুর বেশে চোরের ন্যায়, প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অযাচক বলিয়া অভিমান করিতেছি, কিন্তু মনে যদি সুপ্তভাবেও যাচ্ঞার বাসনা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তো আমার অযাচকত্ব কপটতামাত্র।" ইহা ভাবিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন এবং ভগবানের কৃপাতেই এই সুপ্তবাসনাও তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে—ইহা ভাবিয়াই বিষ্ণু-স্মরণ করিলেন।

ভোগ সরি—ভোগ শেষ হইয়া। **আরতি বাজিল**—আরতির কাঁসা-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

১২১। **কিছু না কহিলা আর**—ক্ষীরপ্রসাদ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু আর বলিলেন না।

১২২। **বিরক্ত**—সংসারত্যাগী ; সকল দ্রব্যে আসক্তিশূন্য। **উদাস**—উদাসীন। **নহে উপবাস**—অযাচিত-ভাবে কিছু না পাইলে উপবাসী থাকেন।

১২৩। **নাহি বাধে**—ক্ষুধাতৃষ্ণায় তাঁহার কোনওরূপ কষ্ট হয় না। **ক্ষীরে ইচ্ছা** ইত্যাদি—কোনও বস্তুর জন্য মনেও যদি ইচ্ছা জন্মে, তাহা হইলে মনে মনে সেই জিনিসের জন্য যাচ্ঞাই করা হইল। বাহিরে যাচ্ঞার কথা তো দূরে, মনে মনেও যদি যাচ্ঞা করা যায়, কিম্বা যাচ্ঞার ইচ্ছাও যদি মনে জন্মে, তাহা হইলেই অযাচকবৃত্তি ভঙ্গ হইয়া গেল। তাই ক্ষীরের ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহার অযাচক-ব্রত-ভঙ্গজনিত অপরাধ হইয়াছে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

গ্রামের শূন্যহাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥ ১২৪
নিজকৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন।
স্বপনে ঠাকুর আসি বোলেন বচন—॥ ১২৫
উঠহ পূজারী ! দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী-কারণ ॥ ১২৬
ধড়া্র অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায় ॥ ১২৭
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥ ১২৮
স্বপ্ন দেখি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥ ১২৯
ধড়ার আঁচলতলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির ॥ ১৩০
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীরে চাহিয়া—॥ ১৩১
ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৪। যাহা হউক, তিনি শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে আসিয়া রেমুণাগ্রামের লোকজনশূন্য হাটে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন।

১২৬-২৭। ক্ষীর এক—একপাত্র ক্ষীর। **সন্ন্যাসীকারণ**—সন্ন্যাসীর (মাধবেন্দ্রপুরীর) নিমিত্ত। **দ্বার**—মন্দিরের দ্বার। **ধড়ার অঞ্চলে** ইত্যাদি—আমার ধড়ার আড়ালে একপাত্র ক্ষীর আমি রাখিয়া দিয়াছি। বারখানা ক্ষীরের যায়গায় ভোগের স্থানে যে এগারখানা ক্ষীর ছিল, আমার মায়ায় তোমরা তাহা জানিতে পার নাই। **মায়ায়**—লীলাশক্তির প্রভাবে।

ভক্তের সেবার জন্য, ভক্তের প্রীতিবিধানের জন্য এবং ভক্তমাহাত্ম্য-খ্যাপনের জন্য ভক্তবৎসল ভগবানের যে কিরূপ বলবতী বাসনা, ক্ষীর চুরিই তাহার প্রমাণ। ভগবানের অধরামৃতের জন্য ভক্তের একটা স্বাভাবিকী বাসনাই আছে, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহা অপূর্ণ রাখেন না। এস্থলে কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের ক্ষীর-প্রাপ্তির ইচ্ছার পশ্চাতে নিজের জন্য অধরামৃত-প্রাপ্তির বাসনা অপেক্ষাও একটা বড় জিনিস আছে—গোবর্দ্ধনেশ্বর গোপালের প্রতি প্রীতির আধিক্য। এই প্রীত্যাধিক্যের বশীভূত হইয়াই রেমুণার গোপীনাথরূপী গোপাল এমন একটা কাজ করিলেন, যাহা সাধারণ লোকের পক্ষেও নিন্দনীয়—চুরি। পূজারীর মনে প্রেরণা যোগাইয়াও গোপীনাথ মাধবেন্দ্রকে ক্ষীর দেওয়াইতে পারিতেন; তাহা না করিয়া তিনি একভাণ্ড ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিলেন। উদ্দেশ্য—যে প্রেম সত্যস্বরূপ ভগবানের দ্বারাও চৌর্য্য কার্য্য করাইতে পারে, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সেই প্রেমের মহিমা-খ্যাপন। ইহাতেই তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের—ভক্তের প্রতি কৃপার—পরাকাষ্ঠার বিকাশ। এজন্যই রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন—"তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম॥ ২।৮।৩৬॥" আবার, এই চৌর্য্যরূপ নিন্দ্যকর্ম্মের কথা স্বীয় সেবকের নিকটে স্বীয়মুখে প্রকাশ করিতে, কিম্বা স্বীয় সেবকের দ্বারা ঘোষণা করাইতেও (২।৪।১৩২) তিনি সঙ্কোচ বা লজ্জা অনুভব করেন না, বরং ইহাদ্বারা তাঁহার পরম-ভক্ত মাধবেন্দ্রের মহিমা ঘোষিত হইতেছে বলিয়া পরমানন্দই উপভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীগোপীনাথের এই ভক্তবাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া ভক্তগণও তাঁহাকে প্রেমবাচী "ক্ষীর চোরা" উপাধি দান করিলেন। এই উপাধিতে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই পরমানন্দ অনুভব করেন—ভক্ত সুখী হয়েন, ভগবানের ভক্তবাৎসল্য অনুভব করিয়া; আর ভগবান সুখী হয়েন, তিনি যে ভক্তের একটু সেবা করিতে পারিয়াছেন, ভক্তের মহিমা একটু খ্যাপিত করিতে পারিয়াছেন, এই উপাধি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, ইহা অনুভব করিয়া।

১৩০-৩১। স্থান লেপি—যে স্থানে ক্ষীরভাণ্ড রাখিয়াছিলেন, সেই প্রসাদী-স্থান ধৌত করিয়া। **দ্বার দিয়া**—মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া।

১৩২। ক্ষীর লহ ইত্যাদি—যার নাম মাধবপুরী, সে ক্ষীর লও।

ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমাসম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥ ১৩৩
এত শুনি পুরীগোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল॥ ১৩৪
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী॥ ১৩৫
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত—।
কৃষ্ণ যে ইহার বশ—হয় যথোচিত॥ ১৩৬
এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীরভক্ষণ॥ ১৩৭
পাত্রপ্রক্ষালন করি খণ্ডখণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারী রাখিল॥ ১৩৮
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়—অদ্ভুত কথন॥ ১৩৯
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিলা—সর্ব্বলোকে শুনি।
দিনে লোকভিড় হবে—মোর প্রতিষ্ঠা জানি॥ ১৪০
এইভয়ে রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইস্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥ ১৪১
চলিচলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥ ১৪২
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায়॥ ১৪৩
'মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা' লোকে হৈল খ্যাতি।
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি॥ ১৪৪
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে—তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥ ১৪৫
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেম-সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া॥ ১৪৬
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল—পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দনসাধন হইল বন্ধন॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৬। ইঁহার প্রেমে যে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত, ইহা নিতান্তই সঙ্গত; এরূপ ভক্তের প্রেমে তিনি বশীভূত না হইলে তাঁহার প্রেমবশ-নামই অসার্থক হইবে। মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করাই তাঁহার প্রেমে বশীভূততার পরিচায়ক। **যথোচিত**—সঙ্গত।

১৩৮-৩৯। পাত্র প্রক্ষালন করি—ক্ষীরের ভাণ্ড ধুইয়া। **খণ্ড খণ্ড** কৈল—ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিলেন। **ঠিকারী**—মাটীর ক্ষীরভাণ্ডের ছোট ছোট টুক্‌রা। **একখানি**—একখানা ঠিকারী। **খাইলে** ইত্যাদি—ঠিকারী খাইলেই পুরীগোস্বামী প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়েন।

১৪০। প্রতিষ্ঠা—সুখ্যাতি; আমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, সুতরাং আমি একজন প্রেমিক ভক্ত, এইরূপ সুখ্যাতি।

১৪৫। প্রতিষ্ঠার স্বভাব—সুখ্যাতির ধর্ম্ম। **বিদিত**—জ্ঞাত। **যে না বাঞ্ছে**—যে ইচ্ছা করে না; যে ইহা চায় না। **বিধাতা-নির্ম্মিত**—বিধাতাই তাহার প্রতিষ্ঠা নির্ম্মাণ করেন; অর্থাৎ সর্ব্বত্র ঘোষণা করেন। যিনি প্রতিষ্ঠা চাহেন না, প্রতিষ্ঠার কারণ থাকিলে, আপনা-আপনিই তাঁহার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

১৪৬। প্রতিষ্ঠার ভয়ে ইত্যাদি—প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরীগোস্বামী রেমুণা হইতে রাত্রিতে কাহাকেও না বলিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে আসিবামাত্রই চারিদিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠার কথা সর্ব্বত্র শুনা যাইতে লাগিল। **কৃষ্ণপ্রেম-সঙ্গে**—যেখানে কৃষ্ণপ্রেম, সেইখানেই প্রতিষ্ঠা। **লাগ লৈয়া**—লগ্ন হইয়া; লাগিয়া।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব এই যে, ভক্ত না চাহিলেও প্রতিষ্ঠা আপনা-আপনিই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলে; আপনা হইতেই তাঁহার সুখ্যাতি হয়।

১৪৭। যদ্যপি উদ্বেগ হৈল—যদিও সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিষ্ঠার কথা ব্যাপ্ত হওয়ায় পুরীগোস্বামী অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলেন এবং তজ্জন্য যদিও তাঁহার **পলাইতে মন**—শ্রীক্ষেত্র হইতে অন্যত্র পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল; তথাপি কিন্তু তিনি শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না; কারণ শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলে

জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।
সভাকে কহিল পুরী গোপালবৃত্তান্ত ॥ ১৪৮
'গোপাল চন্দন মাগে'—শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন ॥ ১৪৯
রাজপাত্রসনে যার-যার পরিচয়।
তারে মাগি কর্পূর-চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥ ১৫০
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরীগোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল-সহিতে ॥ ১৫১
ঘাটী দানী ছাড়াইতে রাজপাত্রদ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরীগোসাঞির করে ॥ ১৫২
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কথোদিনে রেমুণায় উত্তরিলাসিয়া ॥ ১৫৩
গোপীনাথ চরণে কৈলা বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার ॥ ১৫৪
পুরী দেখি সেবকসব সম্মান করিল।
ক্ষীরপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥ ১৫৫
সেইরাত্র্যে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন—॥ ১৫৬
গোপাল আসিয়া কহে—শুন হে মাধব!
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ ১৫৭
কর্পূরসহিত ঘষি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ ১৫৮
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়।
ইহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপক্ষয় ॥ ১৫৯
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥ ১৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীগোপালের জন্য চন্দন নেওয়া হয় না। **চন্দনসাধন**—চন্দন সংগ্রহ করা; চন্দন নেওয়ার আদেশ-পালন। **হইল বন্ধন**—তাঁহার (শ্রীক্ষেত্রের সঙ্গে) বন্ধন হইল। শ্রীক্ষেত্রত্যাগের বাধা হইল।

১৪৮। **গোপালবৃত্তান্ত**—কিভাবে গোপাল শিশুরূপে তাঁহাকে দুগ্ধ দিয়াছেন, স্বপ্নে দর্শন দিয়া সেবা-প্রকটনের ইচ্ছা জানাইয়াছেন এবং কিরূপে স্বপ্নযোগে চন্দন নেওয়ার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন, সে সব বিবরণ।

১৪৯। **আনন্দে** ইত্যাদি—আনন্দের সহিত চন্দন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৫০। **রাজপাত্র**—রাজকর্ম্মচারী। **তারে মাগি**—তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়া। **সঞ্চয়**—সংগ্রহ।

সে সময়েও চন্দন রাজসম্পত্তি ছিল; তাই রাজকর্ম্মচারীদের অনুমতি ব্যতীত কেহই চন্দন লইতে পারিত না। পুরীর রাজকর্ম্মচারীদের সহিত যাঁহাদের পরিচয় ছিল, পুরীগোস্বামীর জন্য তাঁহারা রাজকর্ম্মচারীদের অনুরোধ করিয়া চন্দন সংগ্রহ করিয়া দিলেন এবং কিছু কর্পূরও যোগাড় করিয়া দিলেন।

১৫১। চন্দন বহিয়া নেওয়ার নিমিত্ত শ্রীক্ষেত্রস্থ ভক্তবৃন্দ পুরীগোস্বামীর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন ভৃত্য দিলেন; পথের খরচের জন্য টাকা-পয়সাদিও কিছু দিলেন। (১৭৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) **সম্বল**—টাকা-পয়সাদি বা চন্দন-বাহকদের আহারাদির দ্রব্যাদি।

১৫২। **ঘাটীদান**—রাজকর্ম্মচারীরা পথিকের নিকট হইতে যে কর আদায় করে, তাহাকে ঘাটীদান বলে। **ঘাটী**—কর আদায়ের স্থান। **দান**—কর। **দানী**—যাহারা কর আদায় করে। **রাজলেখা**—রাজার ছাড়পত্র। এই পত্র দেখাইলে আর কেহ কর চাহিবে না। **করে**—হাতে।

১৫৩। **উত্তরিলাসিয়া**—আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৬০। **দ্বিধা**—সন্দেহ। **দিধা না ভাবিহ**—গোপীনাথের ও আমার (গোপালের) যে একই অঙ্গ এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস কর, কোনওরূপ সন্দেহ করিও না।

শ্রীকৃষ্ণ যে বহুমূর্ত্তিতে একমূর্ত্তি—বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকঃ—এই বাক্যই এই পয়ারোক্তির সত্যতার প্রমাণ। একমূর্ত্তিতেই তিনি অনন্ত-প্রকাশে—অনন্তমূর্ত্তিতে—বিরাজমান; অনন্ত প্রকাশের অনন্তমূর্ত্তিতেও তিনি একমূর্ত্তিই—একমেবা-

এত বলি গোপাল গেলা, গোসাঞিঃ জাগিলা।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা—॥১৬১
প্রভুর আজ্ঞা হৈল—'এই কর্পূর-চন্দন।'
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ ১৬২
ইঁহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥ ১৬৩
'গ্রীষ্মকালে' গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥ ১৬৪
পুরী কহে--- এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা-দুই দেহ—দিব যে বেতন ॥ ১৬৫
এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া।
পরায় সেবকসব আনন্দ করিয়া ॥ ১৬৬
প্রত্যহ চন্দন পরায়—যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিলা পুরী তাবৎপর্য্যন্ত ॥ ১৬৭
গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুন নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥ ১৬৮
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃতচরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥ ১৬৯
প্রভু কহে—নিত্যানন্দ! করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥ ১৭০
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥ ১৭১
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা-অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা ॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বিতীয়ম্। কোনও একটী সরোবরের মধ্যে যদি নানা আকারের বহুসংখ্যক ঘট থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক ঘটের মধ্যেই জল প্রবেশ করিয়া ঘটের আকারে আকারিত হয়। এইরূপে সরোবরের জল বহু আকারে অবস্থিত হইলেও সেই বহু-আকারে কিন্তু এক সরোবরের জলই বিরাজিত।

১৬১। **গোপাল গেলা**—গোপাল অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন।

১৬২-৬৩। এই দুই পয়ার, গোপীনাথের সেবকগণের প্রতি পুরীগোস্বামীর উক্তি।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর ইত্যাদি—শ্রীগোপাল হইলেন স্বতন্ত্র ঈশ্বর; তিনি কাহারও অধীন নহেন। তাঁর আদেশ পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য; কি অভিপ্রায়ে তিনি কখন কি আদেশ দেন, সে সমস্ত বিচারে আমাদের অধিকার নাই।

১৬৪। চন্দন শীতল বস্তু; কর্পূর সহযোগে ইহার শীতলতা আরও বর্দ্ধিত হয়। গ্রীষ্মকালে কর্পূর-চন্দন বেশ আরামদায়ক। শ্রীগোপীনাথের গ্রীষ্মযন্ত্রণা এবার প্রশমিত হইবে, ইহা ভাবিয়াই ভক্তদের আনন্দ।

১৬৫। **এই দুই**—নীলাচল (শ্রীক্ষেত্র) হইতে পুরীগোঁসাঞির সঙ্গে যে বিপ্র ও সেবক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা। **বেতন**-শ্রীক্ষেত্র হইতে তাঁহার সঙ্গে যে "সম্বল" দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইতেই বোধ হয় তিনি বেতন দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন।

১৬৭। **যাবৎ হৈল অন্ত**—পুরীগোস্বামী যে চন্দন আনিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত সেই চন্দন শেষ না হইল, সেই পর্য্যন্ত তিনি রেমুণাতে ছিলেন।

১৬৮। **চাতুর্ম্মাস্য**—শয়ন-একাদশী হইতে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত চারি মাস।

১৬৯। **শ্রীমুখে**—মহাপ্রভুর শ্রীমুখে। **প্রভু**—মহাপ্রভু।

১৭১। **দুগ্ধদান-ছলে**—শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের তীরে শ্রীগোপাল গোপবালকরূপে পুরীগোস্বামীকে দুগ্ধ দিয়াছিলেন। **তিনবার স্বপ্নে**—প্রথম বার কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া গোবর্দ্ধনে স্থাপন করার জন্য; দ্বিতীয় বার, তাপ-নিবারণার্থ মলয়-পর্ব্বত হইতে চন্দন আনিবার নিমিত্ত; তৃতীয় বার, গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন-লেপনের নিমিত্ত, এই তিনবার শ্রীগোপাল পুরীগোস্বামীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন।

১৭২। **প্রকট হইলা**—গোবর্দ্ধনে প্রকাশিত হইলেন।

যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা।
কর্পূর-চন্দন যাঁর অঙ্গে চঢ়াইলা ॥ ১৭৩
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে—ইহা জানিঞা গোপাল ॥ ১৭৪
মহা দয়াময় প্রভু ভকতবৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ ১৭৫
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম—চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ ১৭৬
পরম বিরক্ত মৌনী—সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয়সঙ্গহীন ॥ ১৭৭
হেনজন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া ॥ ১৭৮
ভোকে রহে—তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন [জন] চন্দনভার বহি লঞা যায় ॥ ১৭৯
মোণেক চন্দন তোলা-বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব—এই আনন্দ প্রচুর ॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৩। **কর্পূর চন্দন যাঁর** ইত্যাদি—যাঁহার (আনীত) কর্পূর ও চন্দন (শ্রীগোপাল নিজ) অঙ্গে চড়াইলেন (উঠাইলেন)।

১৭৪। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ পুরীগোস্বামীর খুব কষ্ট হইবে বলিয়াই যে রেমুণা হইতে বৃন্দাবনে চন্দন আনার সুযোগ তাঁহাকে দিলেন না, রেমুণাতেই সমস্ত চন্দন তিনি গোপীনাথরূপে গ্রহণ করিয়া শেষ করিলেন, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে।

ম্লেচ্ছদেশে—মুসলমানের দেশে। সেই সময় পশ্চিম-দেশে মুসলমানের রাজত্ব ছিল; কিন্তু উৎকলদেশ পুরীর হিন্দু-রাজার অধীনে ছিল। **জঞ্জাল**—বিপদ। **পুরী দুঃখ পাবে**—মুসলমানের দেশ দিয়া চন্দন লইয়া আসিতে পুরীকে অনেক বিপদে পড়িতে হইবে. অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, ইহা জানিয়া।

১৭৫। **চন্দন পরি**—রেমুণাতেই গোপীনাথরূপে চন্দন ধারণ করিয়া (পুরীগোস্বামীর পরিশ্রমকে সার্থক করিলেন)।

১৭৬। **পরাকাষ্ঠা**—প্রেমের চরম বিকাশ।

১৭৭। **বিরক্ত**—নিস্পৃহ, ত্যাগী। **মৌনী**—বৃথা-আলাপবর্জ্জিত। **উদাসীন**—নিঃসম্বন্ধীয়; যিনি ভক্ত-ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ রাখেন না।

গ্রাম্যবার্ত্তা—বিষয়কথা। **দ্বিতীয় সঙ্গহীন**—অন্য কোন লোক কাছে থাকিলে পাছে বিষয়ের কথা শুনিতে হয়, এই ভয়ে অপর কাহারও সঙ্গ করিতেন না।

"দ্বিতীয় সঙ্গহীন" স্থলে "দ্বিতীয়জনসঙ্গহীন" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৭৮। **আজ্ঞামৃত**—আদেশরূপ অমৃত। অমৃত শব্দের ধ্বনি এই যে, অমৃত যেমন খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদ, শ্রীগোপালের আদেশও পালনবিষয়ে তেমনি আনন্দদায়ক। শ্রীগোপালের আদেশ-পালনে কোনওরূপ কষ্ট বা বিরক্তি জন্মে না, বরং প্রচুর আনন্দই পাওয়া যায়—অমৃতের আস্বাদনে প্রাণে যেরূপ তৃপ্তি পাওয়া যায়, শ্রীগোপালের আদেশ-পালনেও তদ্রূপ মনঃ-প্রাণস্নিগ্ধকর তৃপ্তিই পাওয়া যায়। **বুলে**—ভ্রমণ করে।

১৭৯। **ভোকে রহে**—উপবাসী থাকে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫১ পয়ারে দেখা যায়, চন্দনভার-বহনের নিমিত্ত একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ভৃত্য নীলাচল হইতে পুরীগোস্বামীর সঙ্গে আসিয়াছিল; এই পয়ারে দেখা যায়, পুরীগোস্বামীই চন্দনভার বহিতেন। সম্ভবতঃ তিনজনে মিলিয়াই চন্দন বহন করিতেন; পুরীগোস্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য তাঁহাকে চন্দনের বোঝা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না।

১৮০। **মোণেক চন্দন**—একমণ চন্দন। **তোলা বিশেক**—বিশ তোলা। এক মণ চন্দন ও বিশতোলা

উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া॥ ১৮১
ম্লেচ্ছদেশ—দূরপথ—জগাতি অপার।
কেমনে চন্দন নিব?—নাহি এ বিচার॥ ১৮২
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটীদান দিতে।
তথাপি চন্দন লৈয়া উৎসাহ যাইতে॥ ১৮৩
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজদুঃখ-বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥ ১৮৪
এই তার গাঢ়প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥১৮৫
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাঢ়য়ে মনে—দুঃখ না গণিল॥ ১৮৬
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্॥ ১৮৭
এই ভক্তি—ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার।
বুঝিতেহো আমাসভার নাহি অধিকার॥১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কর্পূর লইয়া পুরী আসিতেছেন; শ্রীগোপালকে পরাইবার নিমিত্ত তিনি চন্দনাদি লইয়া যাইতেছেন—ইহা ভাবিয়াই তাঁহার চিত্ত আনন্দে ভরপূর হইয়া যাইত।

১৮১। **উৎকলের দানী**—উড়িষ্যারাজের পথকর-আদায়কারী। **রাখে**—বাধা দেয়; চন্দনের জন্য কর না দিলে যাইতে দিবে না বলিয়া পথ আটকাইয়া রাখে। **এড়াইল**—অব্যাহতি পাইলেন।

১৮২-৮৩। **জগাতি**—হিন্দিশব্দ, অর্থ চুঙ্গী, জিনিসাদির কর আদায়ের স্থান। অথবা, **জগাতি**—আপদ-বিপদ। **বট**—কড়ি। **ঘাটীদান**—ঘাটীর কর।

পুরীগোস্বামীকে ম্লেচ্ছদেশের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে হিন্দুসন্ন্যাসীর পক্ষে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল; পথও অতি লম্বা, দীর্ঘকাল চলিতে হইবে, তার উপর আবার নানাস্থানে ঘাটী, সঙ্গেও একটী কড়ি পর্য্যন্ত সম্বল নাই; সুতরাং চন্দন লইয়া আসা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনওরূপ চিন্তা-ভাবনাই পুরীগোস্বামীর ছিল না; গোপালের নিমিত্ত চন্দন আনিতেছেন—এই আনন্দেই তাঁহার অন্য সমস্ত ভাবনা স্রোতোবেগে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে।

১৮৪। প্রগাঢ় প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, প্রিয়ের তৃপ্তির নিমিত্ত প্রেমিক ব্যক্তি অম্লানবদনে যে কোনও দুঃখকে বরণ করিতে পারে, যে কোনও বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে পারে। প্রিয়ের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করিতে গেলে যে কত দুঃখ ও বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে—প্রেমের প্রভাবে প্রেমিক তাহা ভাবিয়াও দেখে না, এরূপ ভাবনার কথা তাঁহার মনেও স্থান পায় না। প্রিয়ের মনস্তুষ্টির চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও চিন্তা-ভাবনাই তাঁহার মনের দ্বারে উঁকি মারিতে পারে না। **স্বভাব**—ধর্ম্ম। **আচার**—প্রেমিকের ব্যবহার।

১৮৫। **এই তার গাঢ় প্রেম** ইত্যাদি—যেই গাঢ় প্রেম বশতঃ নানাবাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া—নানাবিধ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও শ্রীগোপালের প্রীতির জন্য তাঁহারই আদেশে পুরীগোস্বামী চন্দন আনিবার জন্য বহুদূর-দেশে গিয়াছিলেন, সেই প্রেমের গাঢ়তা জগতের লোকের সাক্ষাতে প্রকটিত করার নিমিত্তই শ্রীগোপালদেব পুরী-গোস্বামীকে চন্দন আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৭। পুরীগোস্বামীর প্রেমের গাঢ়তা পরীক্ষা করাও চন্দন-আনয়নের জন্য আদেশ দেওয়ার পক্ষে—শ্রীগোপালদেবের একটা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু ইহা বোধ হয় গৌণ উদ্দেশ্য; কারণ, পুরীর প্রেমের গাঢ়তা গোপাল জানিতেন।

১৮৮। **এই ভক্তি**—এতাদৃশী ভক্তি, যে ভক্তির বশে তিনি অযাচক হইয়াও চন্দন আনিবার জন্য রাজার নিকট ছাড়পত্র যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, পথের সম্বলাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুস্বাদু হইলে গোপালের ভোগ লাগাইবার অভিপ্রায়ে স্বাদ-পরীক্ষার্থ গোপীনাথের প্রসাদী-ক্ষীর-প্রাপ্তি আশা করিয়াছিলেন।

ভক্তপ্রিয়কৃষ্ণব্যবহার—ভক্তের প্রিয় যে কৃষ্ণ, তাঁহার ব্যবহার। ভক্তবৎসল-শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার। ভক্তবৎসল

এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ কর্য়াছে আলোক ॥ ১৮৯
ঘষিতে-ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার।
গন্ধ বাঢ়ে,—তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥১৯০
রত্নগণমধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্যমধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥ ১৯১
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ॥ ১৯২
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥ ১৯৩
শেষকালে এই শ্লোক পঢ়িতে পঢ়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥ ১৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াও যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমভক্ত অকিঞ্চন-ব্রতধারী পুরীগোস্বামীকে কেন এত দূরদেশে চন্দনের জন্য পাঠাইলেন, তাহা আমাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

"এই ভক্ত—ভক্তিপ্রিয়কৃষ্ণ-ব্যবহার"-এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—এইরূপ (পুরীগোস্বামীর ন্যায়) ভক্ত (অর্থাৎ ভক্তের মাহাত্ম্য) এবং ভক্তিই হইয়াছে প্রিয় যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণের আচরণ।

১৮৯। তাঁরকৃত—পুরীগোস্বামীর রচিত (পরবর্ত্তী ১৯২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **শ্লোক**—নিম্নোদ্ধৃত "অয়ি দীন"-ইত্যাদি শ্লোকটী।

শ্লোকচন্দ্রে—চন্দ্র উদিত হইলে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, জগৎ আলোকিত হয়, এই শ্লোকের দ্বারাও তদ্রূপ জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, জগতে প্রেমালোক বিকীর্ণ হয়।

১৯০। মলয়জ-সার—চন্দনের সার। চন্দন-সার যতই ঘষা যায়, ততই যেন তাহার গন্ধ বাড়িতে থাকে; তদ্রূপ এই "অয়ি দীন" শ্লোকটী যতই আলোচনা করা যায়, ততই যেন ইহার মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে—ততই যেন ইহার আস্বাদনে অধিকতর রস পাওয়া যায়।

১৯১। রত্নগণমধ্যে ইত্যাদি—রত্ন-সমূহের মধ্যে যেমন কৌস্তুভমণি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ রসকাব্যের মধ্যে এই শ্লোক শ্রেষ্ঠ। **রসকাব্য**—রসাত্মক কাব্য।

১৯২। এই শ্লোক ইত্যাদি—এই "অয়ি দীনদয়ার্দ্র" ইত্যাদি শ্লোকটী স্বয়ং শ্রীরাধারই উক্তি। **তাঁর কৃপায়** ইত্যাদি—শ্রীরাধার কৃপায় মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর মুখে ইহা স্ফুরিত হইয়াছে মাত্র। এইরূপে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নিকট হইতেই লোক-সমাজ সর্ব্ব প্রথমে ইহা জানিতে পারে বলিয়া এই শ্লোকটীকে (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮৯ পয়ারে) তাঁহার রচিত বলা হইয়াছে।

১৯৩। নাহি চৌঠজন—শ্রীরাধা, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীমন্মহাপ্রভু, এই তিন জন ব্যতীত আর চতুর্থ জন নাই। এই তিন জন ব্যতীত অপর কেহ এই শ্লোকের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ নহে। কেন? উত্তর:—মহাভাব দুই রকমের—রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ়-মহাভাব আবার দুই রকমের—মোদন ও মাদন। যাহাতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব সকল বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাকে মোদন বলে। এই মোদন শ্রীরাধিকার যূথ ব্যতীত অন্যত্র সম্ভবেনা। (উঃ নীঃ স্থা, ১২৮)। প্রবিশ্লেষ-দশায় এই মোদনকে মোহন বলে। ইহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই উদিত হয় (উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩২)। এই মোহন উৎকর্ষ-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ভ্রমময়ী চেষ্টা, প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন ইহাকে দিব্যোন্মাদ বলে। এই দিব্যোন্মাদ শ্রীরাধা ব্যতীত অপরে সম্ভবেনা। এই "অয়ি দীন" ইত্যাদি শ্লোকটী দিব্যোন্মাদ-অবস্থার উক্তি; সুতরাং ইহা শ্রীরাধাব্যতীত আর কাহারও নহে; শ্রীরাধাব্যতীত অপর কেহ ইহার রসও আস্বাদন করিতে সমর্থ নহেন; শ্রীরাধার কৃপায় মাধবেন্দ্রপুরীও ইহা আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন; আর শ্রীচৈতন্য-প্রভুও রাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া ইহা আস্বাদন করিতে পারেন; কিন্তু এই তিনজন ব্যতীত অপর কেহই আস্বাদন করিতে সমর্থ নহে।

১৯৪। শেষকালে—অন্তর্ধান-সময়ে; দেহরক্ষার সময়ে। **সিদ্ধিপ্রাপ্তি**—অন্তর্ধান। **শ্লোকের সহিতে**—শ্লোক-উচ্চারণ শেষ হইতে হইতে। শ্লোকও শেষ হইল, তিনিও দেহরক্ষা করিলেন।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্। (৩৩৪)—
অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মথুরাগত-শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দিব্যোন্মাদদশাবত্যাঃ শ্রীরাধায়াঃউক্তিরিয়ম্। হে সখি, মথুরাগমনসময়ে আয়াস্যে ইতি দূতদ্বারা স শ্রীকৃষ্ণঃ শান্তয়ামাস অতোঽদ্য শ্বো বাগমিষ্যতি কিমনেনোদ্বেগেনেতি তাং প্রতি বদন্ত্যাং সখ্যামকস্মাদাবির্ভবন্তং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা সম্বোধয়তি অয়ি দীনেত্যাদি। দীনং প্রতি যা দয়া তয়ৈব আর্দ্রঃ স্বোদ্বিগ্নচিত্তঃ অতএবাতিদীনায়া মমাতিব্যাকুলতামনুভূয় কুত্রাপি স্থাতুমসমর্থ ইতি ধ্বনিতম্। হে প্রাণদয়িতে যদি কদাচিৎ কার্য্যবশতঃ কুত্রাপি গন্তুং ভবেৎ তদৈবেদৃগ্‌দশাপন্না ভবতী ভবিষ্যতীতি কিং করোমীতি হা কষ্টমিতি বদন্তং মত্বা সম্বোধয়তি হে নাথেতি। নাথঃ অভীষ্টং দাতুং সমর্থঃ যোঽভীষ্টদাতা ভবেৎ সোঽস্মাকমনভীষ্টং কৃত্বা কুত্রাপি ন গতো ভবেদিতি ভাবঃ। যদ্বা মমেদৃশীং দশাং দৃষ্ট্বাপীদং কথয়সীত্যাহ হে নাথেতি। নাথ উত্তাপন তব ধর্ম্মোঽয়ং কুতস্তবাপরাধ ইতি ভাবঃ। ততোঽনাবির্ভবন্তং শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা অসূয়োদয়াদাহ হে মথুরানাথ ইতি। পুরা ব্রজনাথ এবাসীঃ সংপ্রতি মথুরানাগরীণাং রূপাদিকং শ্রুত্বা তাসামুপভোগায় তত্র গতো ভূস্তবানবস্থিতঃ স্বভাবঃ কথমত্রাগমিষ্যসীতি ভাবঃ। হে সখি নির্দ্দয়োঽসৌ কদাপ্যত্র না গমিষ্যতি তং বিনা কথং প্রাণান্ ধারয়িষ্যামীত্যৌৎসুক্যোদয়াদাহ কদাবলোক্যস ইতি। ননু যুষ্মান্ পরিত্যজ্য যদি গতোঽস্মীতি মম নির্দ্দয়তা ভবতীভিরনুমিতৈবেত্যেতদ্দুরাশাং ত্যক্ত্বা স্বপতিং ভজেতি তদভিপ্রায়মনুমিত্বাহ হে দয়িতেতি। দয়িতঃ হৃদয়নাথঃ হৃদয়মেব ত্বং নাথত্বেন জানাসি তৎপ্রতি ত্বং পুনরুদাসীনো বর্ত্তসে ইতি ভাবঃ ননূদাসীনং মাং তদ্বোধয়িত্বা তস্য স্থৈর্য্যং কুরু ইত্যাহ হৃদয়ং ত্বদলোককাতরমিতি। যঃ কাতরো ভবেৎ তস্য ভদ্রাভদ্রবিচারো নাস্তীতি ভাবঃ। এতজ্‌জ্ঞাত্বা যদুচিতম্ তদ্বিধেহি তবাদর্শনে প্রাণা ন স্থাস্যন্তীতি ধ্বনিঃ। কথমেবং বুদ্ধ্যা বিমৃশ্য হৃদয়ং স্থৈর্য্যং কুর্ব্বিত্যাহ ভ্রাম্যতি অনবস্থিতং ভবতি অহং এতাদৃগবস্থাবতী কিং করোমি জীবনং মরণং বেতি নিশ্চেতুং ন শক্নোমীতি ভাবঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। অয়ি দীনদয়ার্দ্র (হে দীনজনের প্রতি পরম-দয়াল)! হে নাথ! হে মথুরানাথ! হে দয়িত! কদা (কখন) অবলোক্যসে (আমাকর্ত্তৃক অবলোকিত হইবে তুমি)? ত্বদলোককাতরং (তোমার অদর্শনে কাতর) হৃদয়ং (আমার হৃদয়) ভ্রাম্যতি (অস্থির হইতেছে) অহং (আমি) কিং করোমি (কি করিব)?

অনুবাদ। হে দীনদয়ার্দ্র! হে নাথ! হে মথুরানাথ! আমি কবে তোমার দর্শন পাইব! হে দয়িত! তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় কাতর হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে; আমি কি করিব বল। ২

দীনদয়ার্দ্র—দীনজনের প্রতি যে দয়া, তদ্দ্বারা আর্দ্র বা উদ্বিগ্ন হইয়াছে, চিত্ত যাঁহার তিনি দীনদয়ার্দ্র। **ত্বদলোককাতরং**—তোমার অলোক (অদর্শন) বশতঃ কাতর; তোমাকে না দেখিয়া কাতর হইয়াছে যে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন তাঁহার বিরহে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার উক্তি এই শ্লোক। তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গা সখীদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় যায়েন, তখন আমাদের অবস্থা দেখিয়া দূতমুখে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। এইরূপ বলিয়া তিনি আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া গেলেন বটে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি আসিলেন না। 'আজ না হয় কাল তিনি আসিবেনই—কেন এত উদ্বিগ্ন হইতেছ; তিনি যখন বলিয়া গিয়াছেন, তখন আসিবেনই'—ইত্যাদি বাক্যে তোমরাও আমাকে আশ্বাস দিতেছ। শ্রীরাধা এতটুকু পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, অকস্মাৎ দেখেন—তাঁহার সাক্ষাতে যেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত। তখন তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেনঃ—

"হে দীনদয়ার্দ্রচিত্ত! তুমি অত্যন্ত দয়ালু, দীনজনের দুঃখদর্শনে দয়ায় তোমার চিত্ত গলিয়া যায়; আমাকে

এই শ্লোক পঢ়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিত। প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিত ॥ ১৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অত্যন্ত দীনা দেখিয়া, আমার ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া, অন্যত্র থাকিতে না পারিয়া তাই তুমি দয়া করিয়া আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া আমার প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছ।" একথা বলামাত্রই শ্রীরাধার মনে হইল—শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাকে বলিতেছেন—"প্রাণদয়িতে! কার্য্যবশতঃ কখনও যদি আমাকে কোথাও যাইতে হয়, তখনই তোমার এতাদৃশী অবস্থা উপস্থিত হইবে; এরূপ অবস্থায় আমি কি করিব বল? তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়।" ইহার উত্তরেই শ্রীরাধা বলিলেন—"হে নাথ! তুমিই আমাদের অভীষ্ট দান করিতে সমর্থ; যেহেতু, তুমি আমাদের নাথ। আমাদের অনভীষ্ট তোমার বিরহ জন্মাইয়া তুমি কোথায়ও যাইবে না, ইহাই আমাদের ভরসা। (অথবা, তোমার বিরহে আমাদের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিয়াও তুমি এরূপ কথা বলিতেছ? কার্য্যানুরোধেও অন্যত্র যাওয়ার কথা চিন্তা করিতেছ?)।" হঠাৎ যেন শ্রীরাধার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন—আর সেখানে নাই। তখন তাঁহার মনে অসূয়ার উদয় হইল; তিনি মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন; তাই তিনি অসূয়াবশে বলিলেন—"হে মথুরানাথ! পূর্ব্বে তুমি ব্রজনাথই ছিলে; এক্ষণে মথুরানাগরীদের রূপের কথা শুনিয়া তাহাদের সঙ্গ-কামনাতেই মথুরায় গমন করিয়াছ; তোমার স্বভাবই অনবস্থিত; এখানে আমাদের নিকটে তুমি কিরূপে আসিবে?" তখন তাঁহার কোনও সখীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"সখি! ইনি বড়ই নির্দ্দয়; মথুরা ছাড়িয়া কখনও আসিবেন না। হায় হায়, কবে তাঁহাকে দেখিতে পাইব?" তখনই আবার শ্রীরাধা মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিতেছেন—"আচ্ছা, আমি যদি নিষ্ঠুর হই, তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মথুরাতেই যদি গিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে ফিরিয়া পাওয়ার দুরাশা ত্যাগ করিয়া ঘরে থাকিয়া নিজ নিজ পতির সেবাই কেন তোমরা কর না?" এইরূপ উক্তি অনুমান করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"হে দয়িত! হে হৃদয়নাথ! তুমি তো আমাদের হৃদয় জান? জানিয়া কেন এ সকল কথা বলিতেছ? কেন আমাদের প্রতি উদাসীন হইয়া আছ?"—"আচ্ছা, আমি যদি তোমাদের প্রতি উদাসীনই হই, তাহা হইলে তাহাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দাও না কেন?"—"কিন্তু বঁধু! আমাদের হৃদয় যে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। যে কাতর, তার যে ভদ্রাভদ্র—ভালমন্দ—জ্ঞান থাকেনা বঁধু! ইহা বুঝিয়া যাহা সঙ্গত মনে কর, তাহাই কর। তোমাকে না দেখিলে কিন্তু আর প্রাণে বাঁচিব না।"—"বুঝাইয়া শুনাইয়া চিত্তকে ধৈর্য্য ধারণ করাও।"—"কিরূপে ধৈর্য্যধারণ করাব বঁধু? হৃদয় যে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমি কি করিব? প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, না কি কষ্টেসৃষ্টে প্রাণরক্ষা করিব, তাহা তো ঠিক করিতে পারিতেছিনা।"

অন্তিম সময়ে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র মনে করিতেছিলেন—তিনি যেন অন্তশ্চিন্তিত দেহে বৃন্দাবনে শ্রীরাধার নিকটে আছেন; আর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণবিরহে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা হইয়া "অয়ি দীনদয়ার্দ্র" ইত্যাদি শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া স্বীয় তীব্র মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীরাধার বেদনার তরঙ্গ যেন তাঁহার হৃদয়েও সংক্রামিত হইল; শ্রীরাধারই অন্তরঙ্গা মঞ্জরীরূপে শ্রীরাধার দুঃখে দুঃখিত হইয়া শ্রীপাদমাধবেন্দ্রও যেন অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীকৃষ্ণবিরহে তীব্র যাতনা অনুভব করিয়া শ্রীরাধারই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহারই উচ্চারিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্র"-শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন; আর তাঁহার যথাবস্থিতদেহের বদনেও তখন সেই শ্লোকটী উচ্চারিত হইয়া তাঁহার অন্তিমশয্যার পার্শ্বে অবস্থিত লোকদের শ্রবণগোচর হইল। সম্পূর্ণ শ্লোকটীর উচ্চারণও শেষ হইল, আর পুরীগোস্বামীও তাঁহার যথাবস্থিতদেহ ত্যাগ করিয়া অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ-দেহে স্বাভীষ্টলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন।

১৯৫। পুরীগোস্বামীর বৃত্তান্তবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন "অয়ি দীনদয়ার্দ্র"-শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন, তখনই তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া—দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া—শ্রীকৃষ্ণবিরহের তীব্র যাতনায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

আস্তেব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ ১৯৬
প্রেমোন্মাদ হৈল—উঠি ইতি-উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে ক্রোশে হাসে নাচে গায় ॥ ১৯৭
'অয়ি দীন অয়ি দীন' বোলে বারেবার।
কণ্ঠে না নিঃস্বরে বাণী, বহে অশ্রুধার ১৯৮
কম্প স্বেদ পুলকাঙ্গ স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ১৯৯
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথসেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ ২০০
লোকের সঙ্ঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥ ২০১
ঠাকুরে শয়ন করাই পূজারী হইলা বাহির।
প্রভু-আগে আনি দিল প্রসাদ বারো ক্ষীর ॥ ২০২
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাঢ়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চক্ষীর লৈল ॥ ২০৩
সাতক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।
পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল ॥ ২০৪
গোপীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২০৫
নামসঙ্কীর্ত্তনে সেইরাত্রি গোঙাইয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া ॥ ২০৬
গোপাল গোপীনাথ পুরীগোসাঞির গুণ।
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন ॥ ২০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯৭। **প্রেমোন্মাদ**—প্রেমজনিত উন্মত্ততা; দিব্যোন্মাদ। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট। প্রেমোন্মাদের লক্ষণও প্রকাশ পাইল; তাহা এই:—**উঠি ইতি** ইত্যাদি—প্রভু ভূমি হইতে উঠিয়া এদিকে ওদিকে ধাইয়া যাইতেছেন; **হুঙ্কার** করিতেছেন; **ক্রোশে**—চীৎকার করিতেছেন; আর কখনও হাসিতেছেন, কখনও বা কাঁদিতেছেন।

১৯৮। **অয়ি দীন**—উক্ত শ্লোকের চারিটি অক্ষর। **কণ্ঠে না নিঃস্বরে বাণী**—মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না; ইহাদ্বারা "স্বরভেদ" হইয়াছে বুঝা যায়।

১৯৯। **স্বরভেদ**, **অশ্রু**, **কম্প**, **স্বেদ**, **পুলক**, **স্তম্ভ**, বৈবর্ণ্য এই সমস্ত সাত্ত্বিকভাব এবং নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য এই সকল ব্যভিচারী ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত ভাবের লক্ষণ পূর্ব্বে মধ্য-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। **জাড্য**—জড়তা।

২০০। **উঘাড়িল**—খুলিয়া গেল।

২০২। **প্রসাদ বারো ক্ষীর**—বারখানি প্রসাদী ক্ষীরের ভাণ্ড।

২০৩-৪। **ভক্তগণে**—নিজের সঙ্গের ভক্তগণকে। **পঞ্চক্ষীর**—পাঁচখানি ক্ষীরের ভাণ্ড। **সাতক্ষীর**—অবশিষ্ট সাতখানি ক্ষীরের ভাণ্ড। **বাহুড়িয়া**—ফিরাইয়া। **পঞ্চজনে**—শ্রীনিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দত্ত এই চারিজন সঙ্গীয় ভক্ত এবং প্রভু নিজে—এই পাঁচজনে। **বাঁটিয়া**—বণ্টন করিয়া, ভাগ করিয়া এক একজনে এক এক ভাণ্ড।

২০৫। মহাপ্রভু গোপীনাথরূপে একবার এই ক্ষীর খাইয়াছেন; তথাপি এখন আবার প্রসাদী ক্ষীর খাইতেছেন; কেন? তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন; সুতরাং ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্তের আচরণ শিক্ষা দিলেন।

২০৭। **গোপাল**—গোবর্দ্ধনস্থ শ্রীগোপালবিগ্রহ, যিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে কৃপা করিয়া প্রকট হইয়াছিলেন। **গোপীনাথ**—রেমুণাস্থিত গোপীনাথবিগ্রহ, যিনি শ্রীপাদমাধবেন্দ্রের জন্য ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়াছিলেন। **পুরী-গোঁসাঞির**—মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর।

এই ত আখ্যানে কহি দোঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা॥ ২০৮

শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেইজন।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ ২০৯

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীচরিতামৃতাস্বাদনং
নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০৮। দোঁহার মহিমা—প্রভুর ভক্তবাৎসল্য এবং ভক্তের প্রেমসীমা এই দুই বস্তুর মাহাত্ম্যই পুরী-গোস্বামীর আখ্যানে বিবৃত হইয়াছে।